সমকাল

তারিখ 02 MAR 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা পাবে কর্মমুখী শিক্ষা

ব্যাংক ঋণ, বিদেশে যেতে সহায়তা দেওয়া হবে

■ সাব্বির নেওয়াজ

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া (ড্রপ আউট) শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ঝরে পড়া ৪ লাখ ৬৫ হাজার শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনা হবে। তবে এটি চলমান থাকবে। ফলে নানা কারণে মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের আর বেকার থাকতে হবে না। সরকারের দেওয়া কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারিভাবে ঋণ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনাও রয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ যেতে সহযোগিতা করবে সরকার। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য একটি 'ধারণাপত্র' (কনসেপ্ট পেপার) তৈরি কাজ চলছে।

বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস সমকালকে বলেন, 'অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর নানা কারণে যারা ঝরে পড়ছে তাদের কীভাবে কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া যায়, তা নিয়ে কাজ করছি। সরকারের অনেক মেশিনারি আছে। ঝরে পড়া দক্ষ ও অদক্ষ জনবলকে কর্মক্ষম করতে এসব মেশিনারি দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা দেশের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়।'

তিনি বলেন, 'ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ ছাড়া সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনার জন্য কাজ করছে। এই দুটি কাজ একসঙ্গে চলবে।'

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত জেএসসি ও জেডিসি পাস করার পরও অনেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে গত বছর ডিসেম্বর মাসে তাদের তালিকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) কাছে তথ্য চেয়ে চিঠিও দেওয়া হয়। ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী, এই তিন বছরে জেএসসি ও জেডিসি পাস করেও ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৩১১ শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি। এর মধ্যে জেএসসিতে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৮১৬ জন এবং জেডিসিতে রয়েছে ৬৮ হাজার ৪৮৫ জন। এসব শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সরকার। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে কেউ দেশের বাইরে যেতে চাইলে তার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেবে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা পাবে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

সরকার। এ ছাড়া তাদের জন্য যাতে দেশের ভেতরেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, সেজন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করবে কারিগরি শিক্ষা বিভাগ। এজন্য একটি প্রকল্পও হাতে নেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (কারিগরি-২) সুবোধ চন্দ্র ঢালী সমকালকে বলেন, এসএসসি পাস করেনি, আবার লেখাপড়াও করছে না, এমন শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তবে উদ্যোগটি একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত, এর মধ্যে ছাত্রছাত্রী কতজন, তাদের কার কী ধরনের প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে, কোথায়, কত মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং চাকরির বাজারে কী ধরনের জনবলের চাহিদা রয়েছে– এসব বিষয় নিয়ে এখন মন্ত্রণালয়ে কনসেপ্ট পেপার তৈরির কাজ চলছে।